ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ধারণাপত্র

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৪

''নারী অধিকার ও দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন একসূত্রে গাঁথা''

আন্তর্জাতিক নারী দিবস (০৮ মার্চ) উদযাপনের অন্যতম উদ্দেশ্য সমাজে নারীর অবদান ও চ্যালেঞ্জের স্বীকৃতি এবং নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতির মূল্যায়ন। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও জেন্ডার সমতা নিশ্চিতে অর্জন ও বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করতে প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী বিশেষ গুরুত্বসহকারে দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়। ১৯০৮ সালে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে নারী পোশাক শ্রমিকগণ তাঁদের অধিকার ও কর্ম-পরিবেশ উন্নত করার দাবিতে ধর্মঘট পালন করে। নারী শ্রমিকদের ধর্মঘটের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ১৯০৯ সালে সোসালিস্ট পার্টি অব আমেরিকা ২৮ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে প্রথম ''জাতীয় নারী দিবস'' হিসেবে উদ্‌যাপন করে। জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ উপলক্ষে ০৮ মার্চ প্রথম আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করে। যার ধারাবাহিকতায় দুই বছর পরে ১৯৭৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ দিবসটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করে।[১] জাতিসংঘ এ বছর *''Invest in Women: Accelerate Progress''*– ***''উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে নারীর কল্যাণে বিনিয়োগ'*** শীর্ষক প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে।[২] বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় **''নারীর সমঅধিকার, সমসুযোগ; এগিয়ে নিতে হোক বিনিয়োগ''**–প্রতিপাদ্যে দিবসটি উদ্‌যাপন করছে।[৩] **''নারী অধিকার ও দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন একসূত্রে গাঁথা''**–এই চেতনায় টিআইবি প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করছে।

নারীর সমতা ও বাংলাদেশের অঙ্গীকার: বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮(২) অনুচ্ছেদে "রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার"–এর কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি, ১৯৮৪ সালে নারীদের প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য নিরসনের উদ্যোগ হিসেবে জাতিসংঘের সিডো[৪] সনদেও বাংলাদেশ স্বাক্ষরকারী দেশ। যার ধারাবাহিকতায় জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১[৫] এ নারী ও পুরুষের সমান সুযোগ এবং সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। ২০২৫ সালের মধ্যে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতামুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষে "নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধে জাতীয় পরিকল্পনা ২০১৩-২০২৫" গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (২০২১-২০২৫) জেন্ডার-বিষয়ক লক্ষ্যমাত্রাতেও শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এবং কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান সুযোগ নিশ্চিত করে জেন্ডার অসমতা কমিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে।[৬] এ ছাড়া, নারী-পুরুষ সমতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় (২০২১-২০৪১)।[৭] উল্লিখিত অঙ্গীকারসমূহ থাকা সত্ত্বেও, নারীদের অধিকার ও উন্নয়ন নিশ্চিতে অনেক ক্ষেত্রেই যথাযথ খাতে বিনিয়োগের অপ্রতুলতা এবং কার্যকর ব্যবহারের ঘাটতির কারণে আমরা বেশ পিছিয়ে আছি।

দক্ষিণ এশিয়া ও বিশ্বে বাংলাদেশের চিত্র: ওয়ার্ল্ড ইকনোমিক ফোরামের বৈশ্বিক লিঙ্গ বৈষম্য প্রতিবেদন[৮] (গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট) ২০২৩ অনুযায়ী আটটি জরিপকৃত অঞ্চলের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়া ''লৈঙ্গিক সমতা''– এর বিচারে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন অবস্থানে রয়েছে। তবে আশার বিষয়–দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ এগিয়ে রয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, অর্থনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ও সুযোগ, মজুরি সমতা, উচ্চ শিক্ষায় নারী এবং উচ্চ পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়নসহ অনান্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভালো অবস্থানে রয়েছে। ২০২৩ সালে বিশ্বব্যাপী লৈঙ্গিক সমতায় ১৪৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ৫৯তম, ২০২২ এ ছিল ৭১তম; বাংলাদেশের অগ্রগতি হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ সবচেয়ে এগিয়ে: নেপাল (১১৬), শ্রীলংকা (১১৫), ভারত (১২৭), ভুটান (১০৩), মালদ্বীপ (১২৪), পাকিস্তান (১৪২)। বাংলাদেশ আরো যেসব দেশের তুলনায় এগিয়ে তার মধ্যে রয়েছে চীন (১০৭), জাপান (১২৫), দক্ষিণ কোরিয়া (১০৫), তুর্কি (১২৯), মালেশিয়া (১০২), ইন্দোনেশিয়া (৮৭) ও থাইল্যান্ড (৭৪)।

জেন্ডার বাজেটে স্বচ্ছতা: রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক ও সামাজিকসহ সর্বত্র নারীর অধিকার নিশ্চিত ও জেন্ডার সমতা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ২০০৯ সাল থেকে সরকার জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন[৯] প্রকাশ করে আসছে, যা প্রশংসাযোগ্য। প্রতিবেদনটিতে নারীর হিস্যা জানার পাশাপাশি সরকারি চাকুরিতে নারীদের অংশগ্রহণ, নারী অগ্রগতি ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকারের পদক্ষেপ এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগের নারী উন্নয়নে সাম্প্রতিককালের অর্জন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এ বছর নারী উন্নয়ন-সংক্রান্ত কার্যক্রম ও অগ্রাধিকার রয়েছে, এমন ৪৪টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে আওতাভুক্ত করে ''জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন ২০২৩-২৪'' প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।

এ বছর জেন্ডার বাজেটে ৬২ টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগে নারী উন্নয়ন বরাদ্দ দেখানো হয়েছে ২,৬১,৭৮৭ কোটি টাকা[১০], যা জিডিপির ৫.২৩ শতাংশ। আপাত দৃষ্টিতে বরাদ্দ বৃদ্ধি পেলেও এটি ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরের জিডিপি ৫.৪৩ শতাংশ ও ৫.৫৬ শতাংশ এর চেয়ে কম। অন্যদিকে ৪৪টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে তিনটি থিমেটিক গ্রুপে ভাগ করে শুধু জেন্ডার সম্পৃক্ত বাজেট (নারী উন্নয় বরাদ্দ) রাখা হয়েছে ১,৭৫,৩৫১ কোটি টাকা, যা মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের (উন্নয়ন ও পরিচালন বাজেট) ৩৮.৬ শতাংশ। এখানেও টাকার পরিমাণে বরাদ্দ বৃদ্ধি পেলেও মন্ত্রণালয়ের মোট বরাদ্দ বাজেটের শতকরা হিসেবে গত বারের থেকে কমেছে, গতবার ছিল ৩৯.৬ শতাংশ। বিশ্লেষকগণ[১১] বলছেন অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দে যে হিসাব নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তাকে দেখা হয় নারী উন্নয়নে বরাদ্দ হিসেবে। ফলশ্রুতিতে, নারীদের প্রকৃত উন্নয়নের যথাযথ চিত্র পাওয়া যায় না। ফলে অনিয়ম ও দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হয়।

---

[1] https://www.un.org/en/observances/womens-day/background
[2] https://encr.pw/PwjA2
[3] https://mowca.gov.bd/
[4] https://l1nq.com/zfTb1
[5] https://acesse.dev/1gDXK
[6] https://encr.pw/QqtAu
[7] https://rb.gy/21lh6k
[8] https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2023.pdf
[9] https://rb.gy/mrzkc3
[10] https://rb.gy/fihqzu
[11] https://rb.gy/1bx3ed

বাজেটে বরাদ্দের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এ ছাড়া বাজেট বরাদ্দের পরও সেই বাজেটের যথাযথ ব্যবহার দেখা যায় না। বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। ব্যক্তির রাজনৈতিক পরিচয় ও সম্পৃক্তার ওপর ভিত্তি করে বরাদ্দ দেওয়া হয়।[১২] এতে করে প্রকৃত নারী উপকারভোগীরা বঞ্চিত হচ্ছেন। পাশাপাশি তৃণমূল পর্যায় জেন্ডার বাজেটের সমবণ্টন ও বরাদ্দ এখনও নিশ্চিত করা যাচ্ছে না, যা করতে পারলে জেন্ডারভিত্তিক সমস্যা অনেকাংশে কমে যেতো।

সমন্বিত বিনিয়োগ ও দুর্নীতি প্রতিরোধ: নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি তাকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শক্তিশালী নাগরিক হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে অন্যতম ভূমিকা পালন করে। তাই নারীকে কর্মক্ষম করে গড়ে তুলতে অধিকতর বিনিয়োগ প্রয়োজন। এই বিনিয়োগুলো রাষ্ট্র থেকে যেমন হতে হবে, তেমনিভাবে ব্যক্তি বা বেসরকারি পর্যায়েও সেটি করতে হবে। সামাজিকভাবে যেন নারীদের তাদের প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়া হয়। মজুরি বৈষম্য যেন না করা হয়। এর জন্য সরকারের আইন, নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা এবং সংবেদনশীলতা বৃদ্ধিতে জেন্ডার বাজেটে অর্থ বরাদ্দ বাড়াতে হবে। সরকারকে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যেন, সকল পর্যায় থেকেই সমন্বিত বিনিয়োগ করা হয়। তবে শুধু বাজেট ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি করেই সুফল পাওয়া যাবে না, যদি বিশেষ করে এই বাজেট ও বিনিয়োগ ব্যবহারে অনিয়ম-দুর্নীতির কার্যকর প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা না হয়।

শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে বিনিয়োগ: বিনিয়োগ করতে হবে শিক্ষায়। কারণ লৈঙ্গিক বৈষম্য[১৩] প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ প্রাইমারি ও মাধ্যমিক পর্যায়ে লৈঙ্গিক বৈষম্য কমাতে পারলেও উচ্চশিক্ষায় সেটি করতে পারেনি। ব্যানবেইসের ২০২২ এর প্রতিবেদনের[১৪] তথ্য অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মাত্র ৩৭.৫৮ শতাংশ মেয়ে লেখাপড়া করছে। তাই নারীদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করতে চাইলে বিনিয়োগ নিয়ে ভাবতে হবে। বাংলাদেশের শ্রমবাজারে নারীরা এখনও পিছিয়ে আছে।[১৫] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর শ্রমশক্তি জরিপ-২০২২ অনুসারে দেশে ১৫ বছর ও এর ঊর্ধ্বে প্রাক্কলিত কর্মক্ষম জনসংখ্যার ১১৯.৩৭ মিলিয়ন, এদের মধ্যে নারী ৬০.২৮ মিলিয়ন। কিন্তু মোট কর্মক্ষম নারী জনসংখ্যার মাত্র ২৫.৭৮ মিলিয়ন শ্রমশক্তিতে নিয়োজিত, যা নারী কর্মক্ষম জনসংখ্যার অর্ধেকেরও কম। শ্রমবাজারে তাদের নিয়ে আসতে হলে নারীর জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিনিয়োগের বিকল্প নেই।

সামাজিক প্রতিবন্ধকতা: আমাদের দেশে এখনও নারীদের জন্য সামাজিক প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান। এই প্রতিবন্ধকতার ফলে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সঠিকভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয় না। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাগুলো উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে– ধর্মীয় কুসংস্কার, ধর্মের অপব্যবহার, পুরুষশাসিত সমাজের রক্ষণশীল মনোভাব, অধিকার বিষয়ে নারীর সচেতনতার অভাব প্রভৃতি কারণে নারী উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয়। পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। সামাজিক প্রতিবন্ধকতার জন্য পুরুষশাসিত সমাজে নারী নির্যাতনের শিকার হয়। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী[১৬] গত বছরের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত দশ মাসে নারীর প্রতি মোট ২ হাজার ৫ শত ৭৫টি সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। যার মধ্যে ৪ শত ৩৩টি নারী হত্যা এবং ৩ শত ৯৮ জন ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। টিআইবির ২০২১ সালে ''স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উপজেলা নারী নির্বাহী কর্মকর্তার চ্যালেঞ্জ ও করণীয়''[১৭] শীর্ষক গবেষণায় দেখা যায় যে, পুরুষের তুলনায় নারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের নিরাপত্তাহীনতার চ্যালেঞ্জ বেশি। নারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার অনেক সহকর্মী, উপজেলার অন্যান্য কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধিদের মাঝে নারীদের নিয়ে নেতিবাচক জেন্ডার ধারণা বিদ্যমান।

আদিবাসী ও দলিত নারী: প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে আদিবাসী নারী আরো বেশি প্রান্তিক।[১৮] প্রান্তিকতার পাশাপাশি আদিবাসী ও দলিত পরিচয়ের কারণে আদিবাসী ও দলিত নারীরা অধিকতর বৈষম্যের শিকার হয় এবং মৌলিক অধিকারসহ বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হন। তাই তাদের প্রতি বৈষম্য নিরোধ এবং মৌলিক অধিকার নিশ্চিতসহ বিশেষ সুযোগ দিয়ে উন্নয়নের মূল ধারায় নিয়ে আসতে হবে, যথাযথ বিনিয়োগ করতে হবে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৪: টিআইবির দাবি: জেন্ডার সংবেদনশীল দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষে টিআইবি দেশব্যাপী জাতীয় পর্যায়ে গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রমের পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কাজ করছে। স্থানীয় পর্যায়ে দেশব্যাপী ৪৫টি অঞ্চলে টিআইবির অনুপ্রেরণায় গঠিত সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক), ইয়ুথ এনগেজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট (ইয়েস) ও অ্যাক্টিভ সিটিজেন্স গ্রুপ-এর সদস্যগণ দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং নানাবিধ প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও জেন্ডার সমতা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ করে টেকসই উন্নয়ন অর্জনে করণীয় হিসেবে টিআইবি আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৪ উপলক্ষে নিম্নলিখিত দাবিসমূহ উত্থাপন করছে–

১. নারীদের জন্য বরাদ্দ বাড়ানো পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকল বিনিয়োগ ও বরাদ্দকৃত বাজেটের স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে যেন প্রকৃতপক্ষে নারীরাই উপকার লাভ করতে পারে।

২. নারীদের জন্য শিক্ষা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন খাতে সরকারি ও বেসরকারি উভয়ভাবে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। এর জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

---

[12] https://www.prothomalo.com/opinion/editorial/gpmg0bvmwe
[13] https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2023.pdf
[14] https://shorturl.at/iluAL
[15] https://shorturl.at/bhBMU
[16] https://www.banglanews24.com/national/news/bd/1231450.details
[17] https://www.ti-bangladesh.org/images/2021/report/Women_UNO_ES_Bangla.pdf
[18] https://shorturl.at/dklsT

৩. জেন্ডার সমতা অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনে নারীর অভিগম্যতা নিশ্চিত, ইন্টারনেট ও প্রয়োজনীয় ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস সুলভ করা এবং বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। অনলাইনে সহিংসতা ও নির্যাতন থেকে নারীর সুরক্ষা নিশ্চিতে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৪. টেকসই উন্নয়ন অর্জনের কর্মপরিকল্পনায় অভীষ্ট-৫ ও ১৬ কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে নারীর প্রতি সহিংসতা ও নির্যাতন বন্ধের পূর্বশর্ত হিসেবে দুর্নীতি কমিয়ে আনাসহ আইনের শাসন নিশ্চিত করতে হবে। নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধে জাতীয় পরিকল্পনা ২০১৩-২০২৫ পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তবায়ন করতে হবে।

৫. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও সর্বস্তরে সুশাসন নিশ্চিতের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট পথরেখা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৬. নারী ও শিশু নির্যাতনসহ সকল প্রকার নারী অধিকার হরণের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল প্রতিষ্ঠানকে– বিশেষ করে প্রশাসন, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা ও বিচারব্যবস্থায় দুর্নীতি প্রতিরোধ, শুদ্ধাচার, জবাবদিহিতা ও সার্বিক সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে।

৭. সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন প্রতিরোধে রাজনৈতিক দলসমূহের মানসিকতায় আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। "গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ (সংশোধিত) আইন ২০০৯" অনুযায়ী রাজনৈতিক দলগুলোকে নারী প্রার্থী মনোনয়ন বাড়াতে হবে। সকল রাজনৈতিক দলের কমিটিতে অন্তত এক-তৃতীয়াংশ নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রতিটি সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

৮. দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত আয় ও সম্পদের পারিবারিক ও ব্যক্তিগত দায় সম্পর্কে নারীদের সচেতন করতে প্রচারণা জোরদার করতে হবে। নারীর নামে অবৈধ সম্পদ অর্জনের আইনি বিধান ও সাজা সর্ম্পকে সচেতনতা সৃষ্টিতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে; স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ভূমি ও স্থানীয় সরকার, আইনি সংস্থা ও বিচারালয়সহ নারীরা সেবা নিতে যান এমন প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবা– বিশেষ করে নারীদের জন্য প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে জেন্ডার সংবেদনশীল পদ্ধতিতে তথ্য প্রচার করতে হবে এবং নারীদের অগ্রাধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

৯. সকল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে অভিযোগকারীর পরিচয় গোপন রাখার নিশ্চয়তাসহ একটি নারীবান্ধব অভিযোগ প্রদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে; নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ও যৌন হয়রানি বন্ধে ব্যক্তির রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান, মর্যাদা ও প্রভাব বিবেচনা না করে আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে এবং নারী ও শিশু নির্যাতনের মামলাগুলোর দ্রুত বিচার নিষ্পত্তি করতে হবে।

১০. নারীর প্রতি সকল ধরনের সহিংসতা প্রতিরোধ ও নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিতে সাধারণ জনগণের ইতিবাচক মানসিকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কার্যকর প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১১. টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে আদিবাসী, দলিতসহ সকল প্রান্তিক নারীদের অধিকার নিশ্চিতে বিশেষায়িত সময়াবদ্ধ পথরেখা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।